

মিহির কাতির বইয়ের ভুবন

হিম্মত ঘর। থরে থরে সাজানো বই। শোভা পাচ্ছে-সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমসাময়িক বিষয়বস্তু, দর্শন বিষয়ক নানা রচনাবলী। এ বেন বইয়ের এক বিশাল ভাণ্ডার। বলাতে গেলে বইয়ের সমগ্রই তার বাস। হররোজ পাচ-ছয় ঘণ্টা বই পড়ে সময় কাটে তার। তিনি মিহির কাতি চৌধুরী। পরিচিতি কবি-গবেষক হিসেবে। একজন একাডেমিশিয়ান হিসেবে সিলেটে তার খ্যাতি আছে।



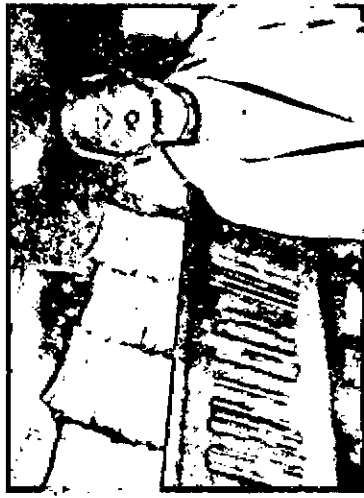
নগরীর কুমারপাড়া এলাকায় তার বাস। ছাত্রী নিবাস মৌলভীবাজারে বহুলেখার শাহবাজপুরে। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গড়ে তোলার ইতিহাস জানানেন এভাবে- পাকিস্তান পরিষদে আনাদের বাড়িতে বইয়ের কালেকশন ছিল বিপুল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বইগুলো পড়ে যায়। ১৯৮৪ সালে সিলেট নগরীতে বিত্তর উচ্চারণ সেখানে নারী জন্ম প্রতিষ্ঠা করে একাডেমি টুওয়ার্ডস প্রভৃতিানের পানাপানি পরিবারিক চর্চার জন্য বইয়ের সংগ্রহ বাড়তে থাকে। বর্তমানে লাইব্রেরিতে বইয়ের সংগ্রহ ছাড়িয়ে গেছে ১১ হাজার। লাইব্রেরিটি ঘুরে দেখা গেল, কেবল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর বাংলা, ইংরেজি ও অসমী ভাষায় তার ৪৫০টিরও বেশি বই কালেকশনে আছে।

ইংরেজি ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্র মিহির কাতি জানান, গ্রন্থশালার কাজ গোষে প্রতিদিন সম্ভার পর তিনি পাচ-ছয় ঘণ্টা বই পড়েন। এটা তার নেপথ্য পরিণত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় তার ভিত্তিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ওরিয়েন্টাল সান, গ্রিমসেস অফ ঠাকুর ও চর্যাপদের কাব্যানুবাদ। বইশ্রেণী এই মানুষটি তার নিজের বসতঘরের একাংশে আলানো একটি রুমের গড়ে তুলেছেন লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চোকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রিডিংয়ের জন্য আছে আলানো চেয়ার-টেবিল।

□ সিরাজুল ইসলাম সিলেট অফিস

দই বেচেন বই কেনেন জিয়াউল

নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে গড়ে তুলেছেন জিয়াউল হক সাধারণ পাঠাগার। আর তিনি এ কাজটি করেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহায়তা ও নিজ হাতে তৈরি দই বিক্রি করে। চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী উপজেলা ভোলাহাটের প্রত্যন্ত গ্রাম মুসরিভুজায় গড়ে উঠেছে



আলোচিত এ পাঠাগার। প্রায় ৩০ বছর ধরে জিয়াউল হক সাধারণ পাঠাগার শত শত দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করে আসছে। জিয়াউল হক ১৯৩৮ সালে চামা পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মুসরিভুজা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে- পঞ্চম শ্রেণীর বেশি এগিয়ে যাননি। ততদিনে তিনি জড়িয়ে পড়েন শৈতুক পেশা দই বিক্রি কাজে। পারিবারিক অভাবের কারণে লেখাপড়া না করলে পারার কষ্ট তাকে তাক্তিত করতে সর্ব সময়। লেখাপড়া না করতে পারার কষ্ট থেকে জিয়াউল হককে পেয়ে বসে বই কেনার পেশা। ১৯৬৯ সালে প্রথমে মঠ শ্রেণীর পাচ সেট বই কিনে যাত্রা শুরু হয় জিয়াউল সাধারণ পাঠাগারের। এরপর আর থেকে থাকেননি তিনি। সারা দিন দই বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ থেকে কিনতে শুরু করেন বই। ১৯৭৬ সালে বাড়ির একটি ঘরে প্রথমে গড়ে তোলেন পারিবারিক পাঠাগার। এভাবেই বিগত ৩০ বছরে গড়ে উঠেছে বইয়ের বিশাল ভাণ্ডার। অভাব-অনটনের হকের ব্যতিক্রমী উপযোগের কথা গ্রন্থিত ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াম প্রকাশ হলে এগিয়ে আসুন সমাজের অনেক মানুষ। তাদের বই আর অর্থ সহায়তায় তিলে তিলে এখানে স্থান পেয়েছে প্রায় ২০ হাজার বই।

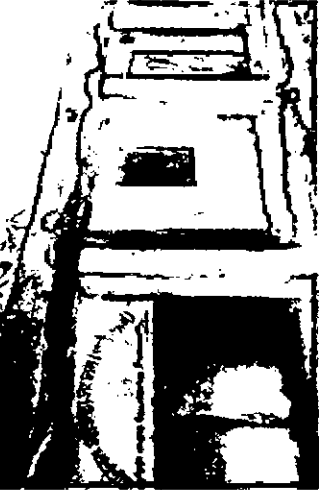
□ শহীদুল হক অলক চাপাই নবাবগঞ্জ

যায়যায়দিন

৯ বছর আলোর মিছিল

বেকার ৯ তরুণের 'অনিদ সাহিত্য সংসদ পাঠাগার' এলাকার মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে চলেছে। ১৩ বছর আগে চেয়ে-চিন্তে পত্রিকা পড়ে যে অগ্রাহ্য জন্মেছিল, সে অগ্রাহ্যই এই রকম একটি পাঠাগার স্থাপনে অগ্রগতি করে তোলে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম বড়তিটার নূর উররাককে।

প্রথমে একটি পত্রিকা রাখার মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে এখানে আছে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত লেখকদের আড়াই সহস্রাধিক মূল্যবান গ্রন্থ। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এলাকার মানুষ কোনো রকম ফি ছাড়াই এখানে বই পড়ার সুযোগ পান।



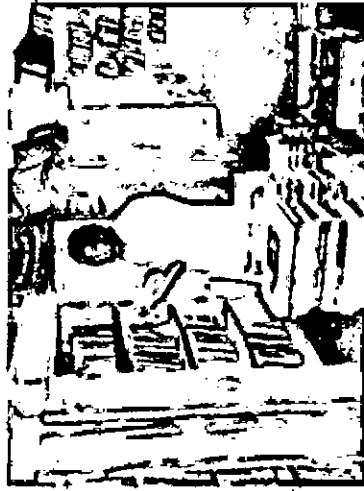
এখানে বই পড়ার সুযোগ পান। বর্তমানে এখানে আছে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত লেখকদের সংখ্যাই বেশি। উদ্যোক্তাদের একজন মাহিরউদ্দিন বসুনিয়া জানান, কর্মজীবন শুরুর আগে বেকার থাকার সময় তাদের সময় কাটতো পত্রিকা পড়ে। এ পোকান ও পোকান থেকে চেয়ে পত্রিকা পড়তে গিয়ে তিন্ত কিছু অভিজ্ঞতা হয়। ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি তারা নয় বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নেন একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার। প্রথমে ১২৫ টাকা করে চান দিয়ে নয় বন্ধু মিলে বড়তিটা, বাজারে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালিত একটি ঘরে টেবিল আর কয়েকটি চেয়ার কিনে নিজেরাই একটি পত্রিকা রাখা শুরু করেন।

তৈমুর, আরশাদ, মাহমুদ, আফজালুল, মাহিরউদ্দিন, মুকুল, আবু হেলা, গোলাম সাদেক ও শফিকুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত অনিদ সাহিত্য সংসদ পাঠাগার পরিচালনায় এখন গঠিত হয়েছে ১১ সদস্যের একটি কমিটি। এখন নিয়মিত ৩৫ জন সদস্য প্রতি মাসে ২০ টাকা করে চান দেন। একজন কোয়ার্টারের বেতন দেয়ার পর অবশিষ্ট টাকা দিয়ে প্রতি মাসেই পাঠাগারে সংযোজিত হচ্ছে নতুন বই। কয়েক মাস আগে জেলা পরিষদ থেকে পাওয়া ৫২ হাজার টাকায় কিছু আসবাবপত্র তৈরি করা হলেও পরিচালিত ঘরের ছাদ চুয়ে পানি পড়ে নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান অনেক গ্রন্থ। এলাকার মানুষ চায়, গ্রন্থাগারটি আরো বড় থেকে। এ জন্য তারা সরকারি সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

□ সাদেক আনোয়ার খ্রিস্ট নীলফামারী

বই পোকা মোশাররফ

পাখি ডাকা নিতৃত পল্লী কাচাপাকা রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষসারি আর ধানের ক্ষেত। নির্জন এ পল্লী নগরীর বদলগছির ডাঙসাইল গ্রাম। এ পল্লীকে আলোকিত করেছে মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর ছেলে মোশাররফ হোসেন চৌধুরী। বয়স তার ৭০ ছাড়িয়েছে। কিন্তু এখানে তার দৃঢ় মনোবল। এ মানুষটি একক প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন পুঁথি, গ্রন্থ ও আধুনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন বই। যার সংখ্যা এখন ১৫ হাজার



৭০০। নাটোরের নির্জন চন্দ্র নামে তার এক বন্ধু মেনে তাল করার সময় ১৯৫৭ সালে তাকে প্রাচীন কিছু পাতুলিপি দিয়ে যান। এরপর প্রফেসর হবিবুর রহমানও তাকে কিছু পাতুলিপি দেন। তার চিনসেট লাইব্রেরিতে তিনটি 'স্কল' চাপাচাপি করে রাখা আছে কাঠ ও গ্রিল মিলিয়ে ৪৭টি আলমির। গল্প, উপন্যাস থেকে শুরু করে আছে নানা ধরনের বই। সাধারণ গবেষণা, পত্রিকা, ইংরেজি ও ধর্মীয় এভাবে পাচটি বিভাগ আছে লাইব্রেরিতে। এখানে প্রবেশের বই আছে ৬৭৭টি, উপন্যাস ১ হাজার ১৭৭টি, ইতিহাস ৪৮৫টি, আইন ও রাজনীতি ২৭৩টি, কবিতা ও বটতলার কবিতা ৪৩২টি, জীবনী ৫৭১টি, সংকলন ৬৪টি, ভ্রমণ ১৮৮টি, নাটক ১৮৫টি, গল্প ৭৯১টি, বিজ্ঞান ২৯৫টি, গ্রন্থাবলী ও রচনাবলী ১৩০টি, ধর্মীয় ৫২৫টি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১৮টি, আরবি ও উর্দু ৮৫টি এবং অন্য ৫২৬টি বই আছে এ লাইব্রেরিতে। এছাড়াও আছে পত্রিকাসহ বিভিন্ন ধরনের ১০,২৭৬টি বই। আরো আছে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্থানীয়তা মুক্তার দলিলপত্র। তিনি পুরনো জমিদার বাড়ি থেকে প্রায় ৭৭টি পাতুলিপি উদ্ধার করেন। এর কিছু বাংলায় কিছু সংস্কৃত ভাষায়। এগুলো তালপাতা, কলাগাছের বাকল ও যাতে তৈরি কাগজে লেখা। এ পাতুলিপিগুলো ২৫০ বছরের পুরনো। তবে এগুলোতে সঠিকভাবে কি লেখা আছে এখনো তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এখানে প্রায় ২৫০ বছর আগে যাতে লেখা করেআন শরিফ আছে।

□ ফরিদুল করিম নওগা